মেহেরপুরে জনসচেতনতায় সেনাবাহিনী ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযান

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জন সচেতনতা মূলক প্রচার ও সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিত করতে মেহেরপুরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী ও জেলা প্রশাসন।

জেলা প্রশাসক আতাউল গনির নেতৃত্বে শনিবার দুপুরে জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হয়।

এসময় করোনা মোকাবিলা কি কি করনীয় এ বিষয়ে জনগনকে অবহিত করে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়। সেই সাথে পথচারিদের সাবান বিতরণ করা ও রাস্তায় জীবাণুনাশক প্রোয়োগ করে সেনাবাহিনী।

সচেতন মূলক অভিযানে জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, জেলা সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, সদর থানার ওসি শাহ দারা খান, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/এমএফআর

দর্শনায় করোনা ভাইরাস রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রেস কনফারেন্স

দর্শনায় করোনা ভাইরাস রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রেস কনফারেন্স করেছেন দর্শনা পৌরসভার মেয়র মোঃ মতিয়ার রহমান। আজ বেলা সাড়ে ১১ টায় দর্শনা পৌরসভার সভা কক্ষে এই প্রেস কনফারেন্স এর আয়োজন করা হয়।

এ সময় তিনি বলেন, দর্শনা পৌরসভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন, প্রত্যেক ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে করোনা প্রতিরোধে যে ওয়ার্ড কমিটি গঠন হয়েছে সেই কমিটির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্থানীয় ভাবে ভূমিকা রাকতে হবে।

পৌরসভার থেকে প্রতিদিন মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ করা অব্যাহত থাকবে। বিদেশ প্রত্যাগত নাগরিকদের হোম কোয়ারেন্টাইনের বিষয়টি নিশ্চিত করাসহ তাদেরকে সহজেই খুঁজে পাওয়ার জন্য লাল পতাকা উড্ডায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক কর্মস্থানে অবস্থান নিশ্চিত করাসহ তাদের সেভ থাকার জন্য সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পৌর এলাকার মধ্যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে চায়ের দোকান গুলোতে জনসমাগম না হতে পারে সেজন্য দোকান থেকে টিভি, বেঞ্চ, চেয়ার সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

সবশেষে তিনি সকলকে সচেতন হতে বলেন, এবং অন্যকে সচেতন করে সরকারি আইন মেনে চলতে বলেন। এ সময় পৌর মেয়রের পক্ষ থেকে সকল সাংবাদিকদেরকে কেরু এন্ড কোম্পানির হ্যান্ড স্যানিটাইজার তুলে দেন।

প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাধারণ সম্পাদক আওয়াল হোসেন, সকল ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দ এবং দর্শনার সকল সাংবাদিকবৃন্দ।

মেহেরপুরে গাড়াবাড়িয়া ছাত্র উন্নয়ন সংঘের ভিন্ন উদ্যোগ

গাড়াবাড়িয়া ছাত্র উন্নয়ন সংঘ এবং ব্যবসায়ী সাজ্জাদ হোসাইন পলাশের এর উদ্যেগে করোনা ভাইরাস এর মহামারি এবং সামাজিক দূরত্ব

বজায় রাখতে সাধারন মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কাজ করা হয়েছে।

শুক্রবার দিনব্যাপী এলাকার যুবকদের সাথে নিয়ে এই সামজিক সচেতনতা মূলক কাজ করা হয়েছে।

এর মধ্যে নিয়মিত মাইকিং মেডিসিন ও মুদি দোকানের সামনে বৃত্ত দেওয়া, হাতের গ্লাভস দেওয়া,
অসহায় মানুষের মাঝে সাবান ও অনান্য উপকরণ দেওয়া, মাস্ক বিতরণ ইত্যাদি।

এছাড়াও যেকোনো প্রয়োজনে মানুষের পাশের থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সাজ্জাদ।

সেই সাথে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় এলাকার জনগনকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর শহরে জীবণুনাশুক ঔষধ স্প্রে

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মেহেরপুর শহরের প্রধান সড়কে জীবণুনাশুক ঔষধ স্প্রে করছেন পৌর মেযর মাহাফুজুর রহমান রিটন।

শুক্রবার দুপুর ১২ টা হতে মেহেরপুর পৌরসভা থেকে শহরের কমিউনিটি হলের সামনে, কলেজ মোড়ে, কোর্ট সড়ক সহ সারা সড়গুলোতে জীবাণু ধ্বংস করতে স্প্রে করা হচ্ছে।

এসময় পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন বলেন, মেহেরপুর পৌরসভায় করোনা ভাইরাস প্রতিহত করতে ও হাত ধোয়া সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি করোনা ভাইরাসের জীবাণু ধ্বংস করতে এই কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

দর্শনায় করোনা ভাইরাস রোধে মাস্ক ও সাবান বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় করোনা ভাইরাস রোধে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে দর্শনা পৌর এলাকার দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড, রেল বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় নিজ উদ্যোগে করোনা ভাইরাস রোধে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু।

সেই সাথে সকলকে করোনা ভাইরাস রোধে সচেতন হতে পরামর্শ দেন তিনি।

দর্শনা বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে দর্শনার বিভিন্ন স্থানে গরীব অসহায় মানুষ এবং ভ্যান চালক, ইজিবাইক চালক, দিনমজুরদের মাঝে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করেন এবং সকলকে সচেতন হয়ে চলাফেরা করার নির্দেশ দেন।

এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ দেশের মানুষের কল্যাণ এর জন্য যে যে নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা সকলে তা মেনে চলি। আপনারা প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

আপনারা সকলে সরকারের উপর আস্থা রেখে সরকারের নির্দেশ মেনে চলুন তাহলেই এই করোনা ভাইরাস রোধ করা সম্ভব। যেমন, কোন প্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে গেলে বাড়িতে ফিরে আগে সাবান বা হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন। হাত ধোয়ার আগে চোখে, মুখে হাত দিবেন না। তবে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে খুব প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ির বাহিরে বের হবেন না।

তিনি আরও বলেন, সকলকে সচেতন হতে হবে এবং অন্যকে সচেতন করতে হবে।

মুজিবনগর লক ডাউন, কোন ভাবেই মানছে না সামাজিক দূরূত্ব

করোনা ভাইরাস মোকাবেলাই জনগনণর সমাগম ঠেকাতে মুজিবনগরের সকল দোকান পাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে কোন ভাবেই কি মানছে না সামাজিক দূরূত্ব?

বিকাল হলেই বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে লোক সমাগম করতে। করোনা ভাইরাস নামের এই মরণঘাতির টেনশন থাকছেই না কারো মাথায়। যে যার ইচ্ছেমত চলাফেরা করছে। কোন কোন স্থানে জনগণ একসাথে বসে আড্ডা দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন থেকে জনসমাগম ঠেকাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব সময় অভিযান চালানো হচ্ছে। তবুও কিন্তু কোন ভাবেই কমছে না জনগনণর মেলামেশা।

আজ বৃহস্প্রতিবার বিকালে ঘুরে ঘুরে কয়েক জায়গায় দেখা গিয়েছে জনগস দিদারছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন কোন যায় গায় মাছায় বসে থাকতে দেখা গিয়েছে।

যেখানে চায়ের দোকানে লোকসমাগম ঠেকাতে চায়ের দোকান গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বন্ধ চায়ের দোকানেই জনগণ বসে শুরু করছে মনের সুখে গল্প।

করোনা ভাইরাস কি, জানেই না গ্রামের মানুষ

সারা বিশ্ব যখন আতঙ্কিত, হাজার হাজার লাশের মিছিল। সারা বাংলাদেশ যখন অবরুদ্ধ। এমন অবস্থায় করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কিছুই জানেনা

বলে দাবি করেছেন মেহেরপুরের বেশ কয়েকটা গ্রামের মানুষ। শহর এলাকার লোকজন কিছুটা সচেতন হলেও অনেকটা উদাসিন গ্রামের মানুষ।

গত ২৪ মার্চ সন্ধা ৭টা থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাতীত সকল দোকানপাট বন্ধ ঘোষনা করা হয়। সেই সাথে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে লক ডাউন নিশ্চিত করতে কয়েক দফা অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানের সাথে যোগ হয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ও সেনা বাহিনী।

এছাড়াও প্রতিটি ওয়ার্ডে করোনা মোকাবেলার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারপরও গ্রামের মানুষজন এ বিষয়ে এখনো সঠিকভাবে অবগত নয়। বৃহস্পতিবার মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে দেখা যায় স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা করতে। কোন রকম নিয়ম না মেনেই যেখানে সেখানে বসাচ্ছে আড্ডা।
বিকালে ও সন্ধায় গ্রামের চায়ের দোকান গুলোতে দেখা মিলছে লোকের সমাগম।

ইউপি সদস্য ও গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের ঘরে থাকার কথা বলা হলেও মানছে না অনেকেই।
বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী জানান, আমরা দিন আনি দিন খায়। আমরা ঘরে বসে থাকলে পরিবারের লোকজন না খেয়ে থাকবে। সেজন্য এই আতঙ্কের মধ্যেও আমাদের বাইরে বেরোতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাইনউদ্দিন বলেন, আমরা গ্রামের মানুষদের ঘরে থাকার জন্য বার বার অনুরোধ করছি। লোক সমাগম রোধে আমরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি।

জেলা প্রশাসক আতাউল গনি জানান, করোনা ভাইরাস যেন ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য সবাইকে ঘরে থাকার জন্য বলা হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দোকানপাট ছাড়া সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তিনি বলেন, সঠিক মূল্যে প্রয়োজনীয় পণ্য টিসিবি’র মাধ্যমে বিক্রি করা হচ্ছে। যদি এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগে তবে নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য সরকারি ভাবে খাদ্য সামগ্রী পৌছে দেওয়া হবে।

মেপ্র/এমএফআর

দেশে করোনাভাইরাসে নতুন আক্রান্ত ৫

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পাঁচজন আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান(আইইডিসিআর)।

বৃহস্পতিবার বিকালে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন লাইভ ব্রিফিংয়ে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন, নতুন আক্রান্তদের সবাই পুরুষ। এ নিয়ে সর্বমোট রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৪ জনে।

এছাড়া সর্বমোট ১১ জন রোগী সুস্থ হয়ে ফিরে গেছেন বলেও জানিয়েছেন এই অধ্যাপক। তিনি বলেন, নতুন পাঁচজনের একজন বিদেশ থেকে আসা। আর তিনজন আগেই চিহ্নিত রোগীর সংস্পর্শে এসেছেন। একজনের আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত অনুসন্ধান চলছে।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ ভাইরাস প্রতিরোধে কাশির শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে। ঘন ঘন সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। অপরিষ্কার হাতে নাক-মুখ-চোখ স্পর্শ করা যাবে না।

লকডাউনে চুয়াডাঙ্গা শহর

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে গণপরিবহন ও বেশিরভাগ ব্যবসাকেন্দ্র বন্ধ থাকায় অঘোষিত লকডাউনে পরিণত হয়েছে চুয়াডাঙ্গা শহর।

সকাল থেকে জেলা থেকে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার কোন রুটে বাস চলাচল করতে দেখা যায়নি। ছোটখাট যান চলাচলও ছিলো সীমিত আকারে। মাঝে মাঝে পণ্যবাহী ও জরুরী কাজে নিয়োজিত কিছু পরিবহন চলাচল করতে দেখা দেখে। শহরের সবকটি বাস কাউন্টার ও বাস টার্মিণাল ছিলো প্রাণহীন। রাস্তাঘাট ছিলো অনেকটা জনমানবহীন।

এদিকে, জেলা প্রশাসকের নির্দেশে জেলার সবগুলো বাজারেই ওষুধ ও নিত্যব্যবহার্য পণ্যের দোকান ছাড়া সব ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে।

এসব কারণে চুয়াডাঙ্গা শহর জনমানবশূণ্য হয়ে পড়েছে। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা মাঠে ছিলো।

মুজিবনগরে সরকারি আইন অমান্য করায় ৬ ব্যবসায়ীর জরিমানা

সরকারি আইন অমান্য করে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় দোকান খোলার দায়ে ৬ ব্যবসায়ীর নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ ওসমান গনির নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ৬ ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ১৭ হাজার ২শ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

জানা গেছে সরকারি আইন অমান্য করায় মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের দোয়াত আলীর ছেলে সাদিকুল এর নিকট থেকে ১ হাজার টাকা, ঢোল মারি গ্রামের বুদু মন্ডলের ছেলে জোহানের ১ হাজার টাকা, রাজু জুয়েলার্সের মালিক আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে গোলাম মোর্তোজার ৫ হাজার টাকা, কোমরপুর বাজারের রোজ ফার্নিচারের মনোয়ারের ছেলে মাসুদের ৫ হাজার টাকা, শিবপুরের মনোরদ্দীনের ছেলে সুইটের ২শ টাকা এবং কেদারগঞ্জ বাজারের চুয়াডাঙ্গা ফার্নিচারের হোসেন আলীর ছেলে মামুনের নিকট থেকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।